দৈনিক ইনকিলাব

67

তারিখ ... 2 8. JUN. 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাঙ্গনে ক্রীড়া ও পুরস্কার

শিক্ষার পাশাপাশি ক্রীড়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সুস্থ ও সবল দেহের জন্য ক্রীড়ার প্রয়োজনীয়তা তাই অপরিহার্য। প্রায় প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনেই বছরে অন্ততঃ একবার ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ছাত্-ছাত্রীরাও লেখাপড়ার একঘেয়েমি থেকে একটু বৈচিত্র্য আনার লক্ষ্যে উৎসাহভরে এ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে—ছাত্র-ছাত্রীর আধিক্য হওয়াতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সপ্তাহব্যাপী চলে ক্রীড়ানুষ্ঠান। সনদপত্র ও পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয়।

পক্ষান্তরে মফস্বলের বিদ্যালয়গুলোতে একদিন অথবা দু'দিনেই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হয়ে থাকে। স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিসহ প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয়।

গ্রাম-বাংলার এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য যেসব পুরস্কার কেনা হয়, তার অধিকাংশই বিভিন্ন পণ্য। ক্রীড়ায় নৈপুণ্যের জন্য সনদপত্র প্রদান করা গ্রামাঞ্চলের বিদ্যায়তনগুলোতে নেই বললেই চলে। জীবনের দীর্ঘ পরিক্রমায় এ জাতীয় পুরস্কার যে কতটা ক্ষণস্থায়ী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই প্রতিটি খেলায় কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ বস্তুগত পুরস্কারের পাশাপাশি সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের দেশে ক্রীড়ার মানোন্নয়নের জন্য সরকারীভাবে বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ক্রীড়া কলেজ, ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রভৃতি। তাই গ্রামের নাম না জানা একটি স্কুলের আজকের যে শিশুটি ক্রীড়ায় ভাল নৈপুণ্য প্রদর্শন করল, আগামীতে যে সেই শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ হবে না, তার নিশ্চয়তা কি? সুতরাং অতীতের কৃতিত্বধরে রাখার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে কোন কৃতিত্বের জন্য সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত।

—ইকবাল বাহার সিদ্দিকী